দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 30 AUG 1997 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫ ...

42

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।। ডঃ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষানীতির আলোকে নূতন জাতীয় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হইয়াছে। এই নয়া শিক্ষানীতিতে তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষা, সকল

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় শিক্ষানীতি

(১ম পৃঃ পর)

প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিন্ন পাঠ্যক্রম এবং তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর এম, শামসুল হক চলতি সপ্তাহের যে কোন দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট এই নীতিমালা পেশ করিবেন। ইতিপূর্বে গত ২৪শে আগষ্ট এই নীতিমালা পেশ করার পূর্ব নির্ধারিত তারিখ থাকিলেও প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততার কারণে সম্ভব হয় নাই।

নয়া এই শিক্ষানীতিতে প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পরবর্তী স্তরে উচ্চ শিক্ষার কাঠামো নির্ধারণ ছাড়াও ৩ বছরের ডিগ্রী (পাস) কোর্স ও ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করণ. উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজী এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান বিষয় বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হইয়াছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সূত্রে জানা যায়, শিক্ষানীতিতে সকল স্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রায় দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইগুলি হইল : সাধারণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, মাদ্রাসা এবং ইংরেজী মাধ্যম। ইহার যেকোন একটিতে শিক্ষার্থী লেখাপড়া করিতে পারিবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে বৃদ্ধি করিয়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

এই নয়া শিক্ষানীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি ইত্তেফাকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর বিভিন্ন মহল হইতে নাম পরিবর্তন প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতি হইতে উক্ত নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ৪টি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হইলেও একটিও বাস্তবায়িত হয় নাই। পরে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে প্রফেসর এম, শামসুল হককে চেয়ারম্যান করিয়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কুদরত-এ-খুদা শিক্ষানীতির আলোকে এই পঞ্চম শিক্ষানীতি তৈরীর জন্য ১৮টি উপ কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। উহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত নেওয়া হইয়াছে।

১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই ডঃ কুদরত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করিয়া সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি প্রনয়নে কমিশন গঠন করা হয়। এই ডঃ কুদরত-এ খুদা কমিশন ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন তাহাদের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। উহার পর আরও ৩টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাহাদের রিপোর্ট চূড়ান্ত করিয়াছিল।